ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৬২৬
আগরতলা, ৬ নভেম্বর, ২০২৫

পঞ্চম কিডনি প্রতিস্থাপন সফলতার সাথে
সম্পন্ন হল রাজ্যের জিবিপি হাসপাতালে

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর)ডাঃ(মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভবপর হয়েছে। পর পর চারটি সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের পর গত ৪ নভেম্বর ২০২৫ রাজ্যের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে সফলতার সাথে পঞ্চম কিডনি প্রতিস্থাপন করা হল। এবার খোয়াই কল্যাণপুরের ৩২বৎসরের এক যুবকের এই সফল কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। এই যুবকের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী উনার একটি কিডনি তাকে দান করেছেন। গত ৪ নভেম্বর ২০২৫ সফলভাবে এই যুবকের কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করা হয়। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে এই প্রক্রিয়ায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন ইউরোলজিস্ট ডাঃ বিজিত লোধ, ডাঃ মুকুট দেবনাথ ও ডাঃ জীবন দেবনাথ, নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ মানস গোপ ,ডাঃ সমরেশ পাল, ডাঃ উদয়ন সাহা ও ডাঃ রেশমি দাসএবং শিজা হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন ইউরোলজিস্ট ডাঃ সৌম্যরেন্দ্র পাওনাম ও ডাঃ মাহারাবাম মাহালে , নেফ্রলজিস্ট ডাঃ গালিভার পোটসাংবাম। এছাড়াও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের পক্ষে অ্যানেসথিসিস্ট ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ চিরশ্রী চৌধুরী ও ডাঃ তপন দেববর্মা এবং শিজা হাসপাতালের পক্ষে ডাঃ আনন্দ নাগোম ও ডাঃ অ্যাপোলো খুন্ডকপাম। উক্ত কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ তত্বাবধানে ছিলেন জিবিপি হাসপাতালের সিনিয়র নার্সিং অফিসার ইনচার্জ তপতী চক্রবর্তী। বর্তমানে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। উল্লেখ্য, গতবছর ৮ জুলাই ২০২৪ রাজ্যে প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানান যে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে অথরাইজেশন কমিটির বিবেচনা ও অনুমতিপত্র প্রদানের ভিত্তিতেই কিডনি প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ অবশ্যই দাতা ও গ্রহীতার কিডনি ম্যাচ করতেহয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****